**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০১৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় মন্ত্রী,

কর্মকর্তাবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

এবার সরকার গঠনের পর আজ প্রথমবারের মত সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছি। আমি আশা করি, আজকের মতবিনিময়ের মাধ্যমে আপনাদের কাছ থেকে মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে জানতে পারবো। এ মতবিনিময় মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরও গতিশীল করবে।

একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরিচয় তাঁদের সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আমাদের রয়েছে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি। আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২৩, ২৩ক এবং ২৪ অনুচ্ছেদে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের কথা বলা হয়েছে।

দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির লালন, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ এবং দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই দেশজ সংস্কৃতির চর্চা, বিকাশ ও উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। তিনি একটি স্বাধীন জাতিসত্ত্বা বিনির্মাণে দীর্ঘ ২৩ বছর সহ্য করেছেন জেল, জুলুম ও অমানুষিক নির্যাতন।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে “সংস্কৃতি বিষয়াবলি ও ক্রীড়া বিভাগ” নামে একটি বিভাগ চালু করার নির্দেশ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে এ বিভাগ স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়।

জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে দেশীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৭২ সালে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার উন্নয়নে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।

কিন্তু, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশে নেমে আসে গণতন্ত্রহীন কালো অধ্যায়। দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। অপসংস্কৃতির বিকাশে সামরিক সরকারগুলো মদদ দেয়। অশ্লীল নাচ, জুয়া ও হাউজি দিয়ে যুবসমাজের চরিত্র হনন করা হয়।

বিএনপি-জামাত জোট বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করতে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। পাশাপাশি সীমাহীন দুর্নীতি, জ্বালাও-পোড়াও, খুন-গুম, নির্যাতন আর অত্যাচারে নিমজ্জিত হয় গোটা দেশ।

সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা ১৯৯৬ সালে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করি। অপসংস্কৃতি ও জঙ্গীবাদ রোধে কঠোর অবস্থান নেই। দেশ ও জাতি আবার প্রাণ ফিরে পায়।

আমাদের সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলেই ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পায়।

আমরা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান উদ্ধার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শিল্পকলা একাডেমিতে গবেষণা সেল স্থাপন করি। নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রচার, প্রসারে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা সংস্কৃতি খাতের উন্নয়নে ১৮৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেই। দেশের ৩৬টি জেলায় ও ৬টি থানায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি স্থাপন, সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজ করি। ৯টি জেলায় নতুন পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন করি। ৪ শত ৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯১৭টি বেসরকারি লাইব্রেরিতে বই ও আর্থিক অনুদান প্রদান করি।

আমরা ময়মনসিংহে শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন জাদুঘর এবং ঢাকা নবকুমার ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গনে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের শহীদ মতিউর রহমান স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন করি। শাহজাদপুরে রবীন্দ্র কাচারীবাড়ীতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত দরিরামপুর ও কাজীর সিমলায় ভবন নির্মাণ কাজ শেষ করি।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার ও বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেই। রাজশাহীতে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙামাটিতে উপজাতীয় জাদুঘর কাম-লাইব্রেরি এবং মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি স্থাপন করি। নেত্রকোনার বিরিশিরিতে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমির উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি।

সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকীকরণ করেছি। মহাস্থানগড়ের তাম্রদুয়ার গেট প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও মানিকগঞ্জের বালিয়াটি প্রাসাদ জাদুঘরে রূপান্তর করে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শালবন বিহারের অভ্যন্তরে উৎখনন করা হয়েছে। আমরা লালবাগ কেল্লার সংস্কার করে সেখানে দেশের প্রথম “লাইট এন্ড সাউন্ড শো” চালু করেছি। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

অপ্রচলিত মূল্যবান নথিসমূহের সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ কাজ শেষ করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণাগার তৈরী, অনলাইন তথ্য আদান-প্রদান, স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় বাঁধাই, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা নওগাঁর পতিসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারিবাড়ি জাদুঘরে রূপান্তর করেছি। খুলনার দক্ষিণডিহিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি, শাহজাদপুরে কাচারীবাড়ী এবং শিলাইদহে কুঠিবাড়ি সংস্কার করা হয়েছে। পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের ফরিদপুরের বাসভবনে জাদুঘর, লাইব্রেরি-কাম-গবেষণাকেন্দ্র, উন্মুক্তমঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর এবং লেখক জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির এবং বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ এলাকায় উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। ৮টি বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি কমপ্লেক্সের আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ বছর ২৬ মার্চ ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৩৭ জন একইসাথে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে আমরা GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS- এ স্থান করে নিয়েছি। এ এক বিশাল অর্জন। বিরল সম্মান।

আমরা ২০১০ সাল থেকে একুশে পদকের অর্থের পরিমাণ ৪০ হাজার টাকা হতে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছি। বাংলা একাডেমি পদক, শিল্পকলা একাডেমি পদক ও নজরুল ইন্সটিটিউট পদক প্রদানের মাধ্যমে গুণী ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হচ্ছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার লক্ষ্যে আমরা এ পর্যন্ত বিশ্বের ৪০টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেছি। বিভিন্ন দেশে আমাদের সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ করছি। এরফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান আয়োজনেও আমাদের সাফল্য অনেক। Symposium on Folkdance in the SAARC Region, Cultural Diversity Ministerial Forum of the Asia-Pacific Region, ১৫তম দ্বিবার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী, SAARC Handicrafts Exhibition, SAARC Artist Camp এর সফল আয়োজন করেছে বাংলাদেশ।

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) ঢাকাকে এশিয় অঞ্চলের ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণা করেছে। এ সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে “ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০” প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের লক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাতৃভাষা ও বর্ণলিপি সংরক্ষণ, পুস্তক প্রকাশনা, এ্যালবাম ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

যাত্রাশিল্পের উন্নয়ন, অবক্ষয়রোধ, শিল্পচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতির পরিমন্ডলে এই ধারাটিকে সম্পৃক্ত করার লক্ষে “যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২” প্রণয়ন করা হয়েছে। “বাংলা একাডেমি আইন-২০১৩” প্রণয়ন করা হয়েছে।

গত ৫ বছরে প্রায় ৯ হাজার অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবী, সাড়ে তিন হাজার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং ৩ হাজার ২৩৭টি বেসরকারি পাঠাগারকে ভাতা ও অনুদান দেয়া হয়েছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বার বার আমাদের সংস্কৃতির উপর আঘাত এসেছে। প্রতিবারই আমরা তা সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছি। ৫২’র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ - প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেছি। বিজয়ী হয়েছি। জাতির পিতার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি কখনও মাথা নত করেনি।

আপনাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে আজ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুফল দেশবাসী ভোগ করছেন। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি, অর্জিত অভিজ্ঞতা, মেধা ও দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে আপনারা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাবেন। সরকারের “রূপকল্প ২০২১” ও “রূপকল্প ২০৪১” বিনির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আধুনিক, উন্নত, ঐতিহ্যময় ও সংস্কৃতিসমৃদ্ধ - জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করবেন।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...